সংবাদ মাধ্যম এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণঃ

একটি নীতিসংক্রান্ত প্রস্তাব

ভারত ভূষণ

মহানির্বাণ ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ

জানুয়ারি ২০২৫

সংবাদমাধ্যম এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া

একটি সমীক্ষা

ভূমিকা

কোনও বিষয় বা কোনও সমস্যা যখন সমাজে অস্তিত্বের সঙ্কট হয়ে দেখা দেয়, তখনই সমাজের নিরাপত্তার অভাবের বিষয়টিআমাদের সামনে এসে হাজির হয়। যুদ্ধ ছাড়াও যখনই অন্য কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মনে এরকম একটা ধারণা জন্ম নিতে শুরু করে, তখনই সমাজে নিরাপত্তাহীনতার বোধ সৃষ্টি হতে থাকে।

নিরাপত্তার অভাবজনিত এই ধারণাকে জনমানসে গড়ে তুলতে সংবাদমাধ্যম সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকে। সংবাদমাধ্যম কোনও একটি বিশেষ প্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে তার ভাষ্য তুলে ধরে পরিবেশন করে, এবং কোনও বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার অভাবের ধারণাকে গড়ে তোলে। এই যে নিরাপত্তার অভাবজনিত ধারণা, সেটা যেমন দেশের রাজনৈতিক বা

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হতে পারে, তেমনই সামাজিক স্থিতি বা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ক্ষেত্রেও এই নিরাপত্তার অভাবের ধারণা তৈরি হতে পারে।

সমাজে কোনও ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতার ধারণা শিকড় গাড়তে থাকলে তা সহজেই রাজনীতিবিদদের সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কাজকে বৈধতা দিয়ে দেয়। রাষ্ট্র বা রাজনীতির জগতের লোকেরা তখন নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য কিছু ব্যবস্থা নেয় এবং সেটাকেই সবচেয়ে দক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা বলে দাবি করে থাকেএবং এটাও দাবি করে যে এ জন্য প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনও রদবদল না এনেই সেটা করা সম্ভব।

নীতিসংক্রান্ত এই সংক্ষিপ্তসার প্রধানত রাজনীতির মধ্যে নিরাপত্তার অভাবজনিত ধারণা তৈরির ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা, এবং সেই সঙ্গে নিরাপত্তার বিষয়টিকে মোকাবিলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে পুরুষত্ব আরোপ করার একটা মঞ্চ হিসাবে যে ভাবে সংবাদমাধ্যম ব্যবহৃত হয়ে চলেছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস মাত্র। তা একদিকে যেমন জনসাধারণের খাদ্য, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংক্রান্ত নিরাপত্তার কথা বলে, তেমনই সংবাদমাধ্যমের নিরাপত্তার কথাও তুলে ধরার চেষ্টা করে।

সংবাদমাধ্যম এবং রাজনীতিতে নিরাপত্তার অভাবের ধারণার আরোপ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনও বিষয়ই নিজে থেকেনিরাপত্তার অভাবজনিত আশঙ্কায় রূপান্তরিত হয়ে যায় না, যতক্ষণ না জনমানসে সেই ধারণা জন্ম নেয়। সংবাদমাধ্যম জনমানসে এই ধারণা গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকে। এই ধারণা গড়ে তুলতে সংবাদমাধ্যম শুধু যে কোনও বিষয়ের বিবরণ দিয়ে ও বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হয় তা নয়, সেই সব যুক্তির সপক্ষে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য তুলে দেখায় যে সেই বিষয়টি কীভাবে নিরাপত্তাজনিত বিপদকে ডেকে আনছে। সেই সঙ্গে ওই চিন্তার অনুসারী সংবাদের
শিরোনাম ও উপযুক্ত ছবি দিয়ে সংবাদ বা সংবাদভাষ্য প্রকাশ করে জনমানসকে সেইমতো চিন্তা করতে তৈরি করতে থাকে। (১)

একবার জনমানসে কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে নিরাপত্তার অভাবজনিত ধারণায় জারিত করে দেওয়ার কাজটা সম্পন্ন হয়ে গেলে তখন সমাজ তাকে একটি আশু বিপদ বলেই গণ্য করে এবং তার উপযুক্ত প্রতিবিধানের দাবি তোলে। (২)

এই সব ধারণা শুধু দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সামরিক সংঘাতেব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেও হতে পারে।(৩) আবার পরিযায়ী শ্রমিকরা এসে স্থানীয় মানুষদের কাজ কেড়ে নিচ্ছে --এই ধারণা থেকেও নিরাপত্তার অভাবজনিত আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। ইউরোপে যেমন দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্থানের পিছনে এই আশঙ্কা কাজ করেছিল যে মুসলমান অভিবাসীরা বেশি বেশি সংখ্যায় এসে ইউরোপের মুখ্যত খ্রিষ্টীয় ধর্মানুলম্বী সাংস্কৃতিক পরিচয়কে নষ্ট করে দিতে পারে। ভারতেও এমন একটা ধারণা তৈরি হয়ে চলেছে যেন দেশের সংখ্যাগুরু হিন্দু জনগোষ্ঠী বিপন্ন হয়ে পড়েছে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে। অসমে জাতিগোষ্ঠীকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং হিন্দু দক্ষিণপন্থী রাজনীতির উত্থানের পিছনেও এই আতঙ্ক কাজ করেছে যে বাংলাদেশ থেকে দলে দলে মুসলমানরা সেখানে অনুপ্রবেশ করে অহমিয়া সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তুলছে। শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমারেও এই আতঙ্ক জাঁকিয়ে বসেছে, তবে ওই দুই দেশে আতঙ্কটা বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিপন্নতা নিয়ে।

সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে এইভাবে একটা জটিল সমস্যাও খুবই সরল ও সহজবোধ্যভাবে একটা নিরাপত্তার অভাবের সমস্যা হিসাবে জনমানসের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

একবার এইভাবে জটিল কোনও সমস্যাকে সরল এবং সহজবোধ্য করে হাজির করা হলে তখন রাজনৈতিক নেতারা আসরে উপস্থিত হয়। তারা দাবি করতে থাকে যে একমাত্র তাদের হাতেই এই সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে।(৪)

এইভাবে সংবাদমাধ্যম রাজনীতিকদের হয়ে ওই নিরাপত্তার অভাবজনিত আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে, অথবা, নিজে থেকেই এই কাজে সক্রিয় হতে পারে। (৫)

যেমন, বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা এসে এ দেশের নাগরিকদের (৬) কাজে ভাগ বসাচ্ছে বলে যে ধারণা তৈরি করা হচ্ছে, তা তৈরির পিছনে সংবাদমাধ্যমের রাজনৈতিক দলগুলির হয়ে কাজ করার ভূমিকা রয়েছে। এইভাবে তারা নির্বাচনের সময় ভোটদাতাদের মেরুকরণে সাহায্য করছে। মনে রাখতে হবে, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের 'উইপোকা' (যা ভিতর থেকে ক্ষয় ধরায়) বলে অভিহিত করেছিলেন।(৭)

একইভাবে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক নেতারা ভারতে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদী বলে দাবি করে থাকেন, কারণ, ওরা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ।(৮)

তবে, অনেক সময় সংবাদমাধ্যম স্বতঃপ্রণোদিত হয়েও এই কাজ করে থাকে।

যখন সংবাদমাধ্যমের উপর উগ্রজাতীয়তাবাদী অবস্থান নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রশক্তি চাপ দেয়, তখনই দেখা যায় তারা নিজেরা এই ধরণের আতঙ্ক তৈরির কাজে সক্রিয় হয়ে উঠছে।

যুদ্ধ করার জন্য শুধুই শত্রুদেশের দরকার হয় না। অনেক সময় অন্য কোনও শত্রুশক্তিকেও চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করা যায়। যেমন, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" আখ্যা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের দেশে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবাদী হামলা হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে লড়াই শুরু করে।

ভারতে সংবাদমাধ্যমের এহেন ভূমিকার সাম্প্রতিকতম নজির কিছুদিন আগে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মণিপুরে দেখা গেছে। মণিপুরে সম্প্রতি হয়ে চলা হিংসাত্মক ঘটনাবলী যে ভাবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম পরিবেশন করছিল, সেটা দেশের নিরাপত্তাসংক্রান্ত আতঙ্ক ছড়ানোর ব্যাপারে তাদের ভূমিকাকেই প্রকট করে। ২০২৩ সালের মে মাস থেকে একদিকে মণিপুরের ইম্ফল উপত্যকার সংবাদমাধ্যম (মুখ্যতঃ মেইতেই জনগোষ্ঠীর) এবং অন্যদিকে পার্বত্য জেলাগুলিতে অবস্থিত সংবাদমাধ্যম (মুখ্যতঃ কুকি/ জোমি জাতিগোষ্ঠী)- ওই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঘটে চলা সংঘর্ষের খবর নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিপন্ন করার অভিযোগ তুলে এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল। (৯)

যে ভাবেই দেখা হোক না কেন, এটা স্পষ্ট যে এ ভাবে এগিয়ে রাজনৈতিক নেতারা এবং তাঁদের অনুগামী সংবাদমাধ্যম আদতে একটাই কাজ করে, তা হল,-- যা ছিল একটি রাজনৈতিক বিষয়, সেটাকে নিছক একটা নিরাপত্তাকেন্দ্রিক বিষয়ে পরিণত করে ফেলে, এবং তা সমাধানের জন্য সরকারি নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিত তৈরি করে দেয়। বলাই বাহুল্য, একবার কোনও

বিষয়কে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা বলে দাগিয়ে দিতে পারলে তখন তা একান্তভাবে নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ, এমনকি সেনাবাহিনী ও পুলিশ ইত্যাদির আওতায় চলে আসে।

ফলে, বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীসংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলা করার দায়িত্ব পড়ে জাতীয় নাগরিকত্ব পঞ্জিকরণের ভারপ্রাপ্ত লোকজনের উপর।(১০) সেই সঙ্গে ওই অনুপ্রবেশকারীদের শাস্তি দিতে, এমনকি বন্দীশিবিরে আটক করার দায়িত্বও তারা পেয়ে যায়।

রোহিঙ্গা অভিবাসীদের (বা, অনুপ্রবেশকারীদের.) ধরার পর তাদের এরকমই বন্দীশিবিরে কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা হয়। আবার
কখনও তাদের পুলিশ দিয়ে দেশের বাইরে বার করে দেওয়া হয়। মণিপুরের মেইতেহ- কুকি সংঘর্ষ সামলানোর ভার কখনও অসম রাইফেলসকে, আবার কখনও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ (সি আর পি) বাহিনীকে দিয়ে চালানো হচ্ছে।(১১) মণিপুরের জাতিসংঘর্ষকে নিছক নিরাপত্তাসংক্রান্ত সমস্যায় পরিণত করার জেরে ওই রাজ্যের নাগরিক সমাজ এখন এতটাই নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে তারা এখন বিপুল হারে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে নিচ্ছে। এটা করা হচ্ছে গোষ্ঠীকেন্দ্রিকভাবে, শুধুই নিজের নিজের গোষ্ঠীর লোকজনকে নিরাপত্তা জোগানোর সঙ্কীর্ণ তাগিদ থেকে। (১২)

এইভাবে কোনও নির্দিষ্ট সমস্যাকে নিতান্তই নিরাপত্তা হিসাবে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সংবাদমাধ্যম এমন একটা ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয় যেন সমস্যাটির কেবল একটিমাত্র সমাধানই সম্ভবপর। এবং সেই সমাধানের চাবিকাঠিও কেবল নির্দিষ্ট ধরণের বিশেষজ্ঞদের (মুখ্যত, দেশের নিরাপত্তা কাজে যুক্ত লোকজন) কাছেই রয়েছে। অথচ, যদি সমস্যাটিকে অযথা সরল করে না দেখিয়ে তার যাবতীয় জটিলতাসহ মানবিকতার দিকটিও

তুলে ধরা হত, তা হলে যে ওই সমস্যাটি সমাধানের বিকল্প পথও রয়েছে এবং তা নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা ছাড়াও সমাজের অন্য অংশের মানুষরাও সামলাতে পারে, সেই কথাটাও স্পষ্ট হত।(১৩)

আসলে, যে কোনও সমস্যাকেই নিরাপত্তাসংক্রান্ত বলে দাগিয়ে দিতে পারলে তা মোকাবিলার ভার সহজেই নিরাপত্তা-বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তিবিদদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। সেই পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য জনমানসে প্রবল আতঙ্ক তৈরি করতে হয়। অথচ, একই বিষয়কে তার সামাজিকও জটিল রাজনৈতিক মাত্রাসহ মানবিকতার দিক থেকে দেখালে ওই অযথা আতঙ্ক সৃষ্টির প্রয়োজনই হত না।

দেশের বা সমাজের নিরাপত্তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে পুরুষত্বে গুরুত্ব আরোপ করাও সংবাদমাধ্যমের অবদান

নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে পুরুষত্ব আরোপে বলশালী করে দেখানোর এই চেষ্টার প্রেক্ষিত হিসাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে প্রতিবেশী পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদেব আখড়া হয়ে ওঠা এবং ভারতের রাজনীতিতে নরেন্দ্র মোদির উত্থান এক উল্লেখযোগ্য সমাপতন।

মোদির উত্থান ঘিরে রাজনৈতিক মহলে যে আলোচনা দানা বাঁধে, তাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য এক জন জবরদস্ত পুরুষের প্রয়োজনকে মান্যতা দেওয়া শুরু হয়। এমন একজন বলশালী নেতার ধারণা তৈরি হয় যিনি কিনা সর্বক্ষণ দক্ষতার সঙ্গে দেশের জন্য প্রশাসনব্যবস্থাকে নিয়োজিত রাখবেন। সংবাদমাধ্যম জনমানসে এই ধারণা ছড়িয়ে দিতে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যায়। মোদিও নিজেকে ভারতমাতার প্রতি নিবেদিত প্রাণ বলে দাবি করে চলেন। এটাও বলেন যে তাঁর শরীরের প্রতিটি অণু পরমাণু ভারতমাতার প্রতি নিবেদিত।(১৪)

২০১৪ সালে নির্বাচনী প্রচারের সময় মোদি নিজেকে একজন বীরপুরুষ হিসাবে তুলে ধরার জন্য নিজের ৫৬ ইঞ্চি ছাতির কথা প্রচার করতেন এবং এটাও বলতে ছাড়তেন না যে ভারতমাতার জন্য তিনি যে কোনও বোঝাই মাথায় তুলতে প্রস্তুত।(১৫) মোদির এ হেন আস্ফালনের প্রচারের বিপরীতে সংবাদমাধ্যম তাঁর পূর্বসুরী মনমোহন সিংহকে নিতান্তই একজন 'মেয়েলি' ধরণের মানুষ হিসাবে তুলে ধরছিল, যিনি কিনা পাকিস্তান ও চিনের থেকে আসা বিপদের মোকাবিলায় কোনও কঠোর ব্যবস্থা নিতে অপারগ,এমনকি দেশের অভ্যন্তরে মাথাচাড়া দেওয়া সন্ত্রাসবাদের ('ইসলামি সন্ত্রাসবাদ') মোকাবিলাতেও ব্যর্থ।(১৬) দেশের মানুষের সামনে এই যে ধারণা তৈরি হল, সংবাদমাধ্যম তা ভাল করে খতিয়ে দেখার প্রয়োজনও বোধ করে নি। বরং মোদির মধ্যে রাষ্ট্রের তথাকথিত জবরদস্ত পুরুষালী নেতৃত্বের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠল, তা গড়তে সংবাদমাধ্যম বড় ভূমিকা নিল।(১৭)	মোদির শাসনকালে এইভাবে দেশের নিরাপত্তার বিষয়টিকে ক্রমশই একটা জঙ্গি আকার দেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রইল। তার প্রকাশ ঘটতে দেখা গেল জম্মু ও কাশ্মীরের(১৮) সীমান্তে পাকিস্তানের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে "সার্জিক্যাল স্ট্রাইক"কে সরকারের বড় সাফল্য বলে তুলে ধরা হল। মোদি দাবি করতে শুরু করলেন যে তাঁর নেতৃত্বে দেশের সরকার এমনই ক্ষমতাশালী যে বিদেশ থেকে আসা সন্ত্রাসবাদীদের তাদের দেশে ঢুকে মেরে আসা কোনও কঠিন কাজ নয়। "এখন আর আগের সরকারের মতো তাঁর সরকার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলা পের বিরুদ্ধেপ্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে বসে থাকে না। এখন সন্ত্রাসবাদীদের তাদের দেশের মাটিতে গিয়ে ঢুকে মেরে আসা হয়।" আজ ভারত ঘর ঘর মেঁ ঘুস কে মারতা হ্যায়।(১৯)

- নিরাপত্তার বিষয়টিকে একান্তভাবেই বলশালী পুরুষের কাজ বলে তুলে ধরার যে কাজটা নরেন্দ্র মোদি দুইভাবে করেছেন। নিজের ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতির কথা জাহির করে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে 'সার্জিকাল স্ট্রাইক' করে সন্ত্রাসবাদীদের তাদের নিজের দেশের মাটিতেই নিকেশ করে।

- নিরাপত্তার বিষয়টিকে পুরুষের দায়িত্ব হিসাবে তুলে ধরার প্রক্রিয়া নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন,(২০) তাঁরা মনে করেন এটা সম্ভব হয়েছে দেশকে 'ভারতমাতা' হিসাবে তুলে ধরে তাকে পরিবারের কাঠামোয় বেঁধে ফেলার ফলে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যেমন পরিবারের সদস্যরা (বিশেষ করে মহিলারা) সবাই কর্তার অধীন, এবং তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কর্তা নেয়, একই ধাঁচে দেশ (ভারতমাতা)-এর নিরাপত্তার দায়িত্বও দেশের কর্তার কাঁধেই ন্যস্ত হয়। গবেষকরা মনে করিয়ে দেন যে অন্যান্য জনবাদী নেতার মতোই মোদিও এই ধারণাই তুলে ধরেন যে পরিবারের মতোই দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখতেও একজন শক্তিশালী নেতার প্রয়োজন রয়েছে। লক্ষ্যণীয়, এইভাবে দেশকে একটা পরিবার হিসাবে তুলে ধরার মধ্যে নিরাপত্তার ধারণায় ভালোবাসা, আস্থা, গর্ব যেমন মিশে যায়, তেমনই পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যস্বরূপ লৌহকঠিন শৃঙ্খলা এবং শক্তিও হাজির হয়। দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় মোদির তরফে রাষ্ট্রের এই পৌরুষসুলভ চরিত্র নির্মাণ ৯/১১ পরবর্তী বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সার্বিক যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। সীমান্তের ওপার থেকে আসা সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিহত করতে আগেভাগে সশস্ত্র অভিযান চালানো, ইচ্ছেমতো নাগরিক অধিকার নিলম্বিত রাখা বা হরণ করা---এ সবই তখন বৈধতা পেয়ে যায়।(২১)
- মনে রাখতে হবে, ভারতমাতার রক্ষায় নিজেকে একজন কর্তব্যপরায়ণ পুত্র (এই ভূমিকায় কন্যার কোনও স্থান নেই!) হিসাবে সদা নিয়োজিত রাখার ব্রত ঘোষণা করার সঙ্গেই মোদি নিজেকে চৌকিদার বলেও দাবি করেন। চৌকিদারের যে ভূমিকার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেখানে তাকে হাতে অস্ত্র নিয়ে পরিবারের স্থাবর সম্পত্তি এবং পরিবারের সদস্যদের জীবন রক্ষা রত অবস্থায় দেখা যায়। এই ভাবেই একজন চৌকিদারের ভাবমূর্তি মোদিকে দেশের রক্ষক হিসাবে একজন পুরুষ প্রধানের ভাবমূর্তি গড়তে সাহায্য করে।(২২)
এখন তো মোদির দলের অনেকেই দাবি করছেন যে তাঁরাও চৌকিদার। এ ভাবেই সমাজে নিরাপত্তার ধারণাটিতে একটা বলশালী পুরুষের তকমা পরানোর কাজ চলছে।

- দেশকে এইভাবে একটি পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ধারণায় বেঁধে রাখায় একজন শক্তিশালী পুরুষের ভূমিকা অনিবার্য্য হয়ে ওঠে, যে কিনা কঠোর শৃঙ্খলা এবং প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে পবিবারের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখে। ফলে, দেশের প্রতি ভালোবাসা, আস্থা, দেশকে নিয়ে গর্ব ও কর্তব্য--সবই একাকার হয়ে যায় সেই বলশালী কর্তার সঙ্গে। সেই সঙ্গে দেশের নাগরিকদেরও এই ধারণা বা নিয়মকে মেনে নেওয়া দেশের প্রতি কর্তব্যের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় ।
- প্রধানমন্ত্রী হওয়ারও আগেই মোদি নিজেকে ভারতমাতার সেবক হিসাবে দাবি করতে শুরু করেন।(২৩) তাঁর কথায়, "শুধু মোদি নয়, দেশের প্রতিটি শিশু, প্রতিটি নাগরিকই দেশের কাছে

ঋণী, দায়বদ্ধ। প্রত্যেকেরই ওই ঋণ শোধ করার দায় রয়েছে। যখনই সুযোগ পাবে, তাকেওই ঋণ শোধ করতে হবে। একজন ডাক্তার যখন কারও প্রাণ বাঁচায়, তখন সে দেশের প্রতি তার ঋণ শোধ করে। একজন শিক্ষক যখন ছাত্রদের শিক্ষা দান করে, তখন সে তার ঋণ শোধ কবে। প্রত্যেককেই এই ঋণ শোধ করতে হয়। আমি আশা করি, সবাই তাদের ঋণ শোধ করে দেশমাতৃকার আশীর্বাদ গ্রহণ করবে। " প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মোদির এই দাবিই দেশের নাগরিকের সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার এবং দেশের প্রতি তার মৌলিক কর্তব্যের মধ্যে বিতর্কে পরিণত হবে।

- মোদি বার বার এটাই জোর দিয়ে বলে চলেছেন যে মানুষের অধিকারের চাইতেও কর্তব্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।(২৪) তাঁর মতে, নাগরিকরা তাদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করলে তাদের অধিকারগুলিও সুরক্ষিত থাকবে। "ওই দায়িত্ব পালনের মধ্যেই নাগরিকদের অধিকার ন্যস্ত রয়েছে। আমি যদি শিক্ষক হিসাবে নিজের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করতে পারি, তবে কি ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়িত হবে না? .....বাস্তবে তখন আর কর্তব্য আর অধিকারের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকবে না।"

মহাত্মা গান্ধী বলতেন, "মূলভুত অধিকার নেহি হোতে হ্যায়, মূলভুত তো কর্তব্য হোতে হ্যায়।"

অর্থাৎ, নাগরিকদের অধিকার কখনই মৌলিক অধিকার হতে পারে না। যেটা মৌলিক, সেটা হল কর্তব্য। আমরা যদি সততার সঙ্গে নিজেদের কর্তব্য পালন করে চলি, তা হলে নিজেদের অধিকারের জন্য কাউকে বলতে হবে না। কারণ, আমাদের কর্তব্য দিয়েই আমাদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। (২৫)

এখানে বলে রাখা ভাল যে, পাছে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে নিরাপত্তার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দেশের প্রতি কর্তব্যকে নাগরিকের অধিকারের চাইতে অগ্রাধিকার দেওয়ার সূচনা মোদির আমলেই হয়েছিল, তাই এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই হয় যে সংবিধান সংশোধন করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করে নাগরিকের কর্তব্যকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কাজটা আর এক জন ভারতীয় রাজনীতিবিদ আগেই করে গিয়েছিলেন। তিনি ইন্দিরা গান্ধী।

- ১৯৭৬ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৪২-তম সংশোধনী আইন, এনে সংবিধানে ৫১-এ ধারা সংযুক্ত করে মৌলিক কর্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

- সংবিধানের সূচনাপর্বে ১০টি মৌলিক কর্তব্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। সেগুলি হল--সংবিধান, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান জানানো অবশ্য কর্তব্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান আদর্শকে তুলে ধরা, দেশের সার্বভৌমত্ব, দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা, দেশ আহ্বান করলে তাতে সাড়া দিয়ে জাতীয় কর্তব্য পালন করা, ভারতের সর্বত্র মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব জাগ্রত করা, দেশের বহুত্ববাদী সংস্কৃতির বিশাল ঐতিহ্যের সম্ভারকে রক্ষা করা, প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করা এবং জীববৈচিত্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা, বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধি করা, মানবিকতাবোধ, সমাজ ও জাগতিক বিষয়ে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য জিজ্ঞাসু মন তৈরি করা, জনসাধারণের সম্পত্তির প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণসাধনে রত হওয়া--এ সবই নাগরিকমাত্রেরই কর্তব্য।

আরও একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসাবে সংবিধানের ৮৬-তম সংশোধনী আইন, ২০০৬ সালে যোগ করা হয়। সেখানে পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাদের ছয় থেকে ১৪ বছর বয়সী সন্তানদের লেখাপড়ার উপযুক্ত সুযোগসুবিধা দেওয়া কর্তব্য হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।(২৬)

আপাতভাবে মনে হতেই পারে যে এই সব মৌলিক কর্তব্যগুলির অধিকাংশই অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত নাগরিকদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্যের তালিকা থেকে নেওয়া হয়েছিল। দেশের তদানীন্তন আইনমন্ত্রী এইচ আর গোখলে দাবি করেছিলেন যে এটা সমাজের সেই অংশের মানুষের কথা ভেবে করতে হয়েছিল, যারা দেশের আইনীব্যবস্থাকে কোনওরকম সম্মান দেখাতে চাইছিল না (অর্থাৎ, যারা ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক জনগণের সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়াকে সমর্থন করতে চাইছিল না), তাদের নিরস্ত করতে, এবং দেশের সংবিধানবিরোধী ভাবনাচিন্তার সেইসব ধারকবাহকদের

দেশবিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শণ থেকে নিরস্ত করতেই দেশের প্রতি কর্তব্যের কথা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছিল।(২৭)
রাষ্ট্রকে একটা বলশালী পুরুষের সঙ্গে তুল্যমূল্য করে দেখানোর এই প্রবণতা ভারতে প্রথম যিনি দেখান, তিনি একজন নারী, তাঁর নাম ইন্দিরা গান্ধী। আজও রাষ্ট্রকে একটা শক্তিশালী পুরুষের আদলে গড়ে তোলার প্রবক্তারা ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রশংসা করে থাকে।
বিশেষ করে, জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ রুখতে(২৮) এবং পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (২৯) আলাদা করে নেওয়ার প্রসঙ্গে ইন্দিরার নেতৃত্বের কথা বলা হয়।

এই ধারণাটা তখনও ছিল, এখনও পুরোপুরি বলবৎ যে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও সমালোচনার বা প্রতিবাদী স্বর উঠতে দেওয়া হবে না। নাগরিকরা নিছকই একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের নিরাপত্তাসংক্রান্ত নিয়মাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকবে, এবং রাষ্ট্র ক্রমশই একটা কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় পর্যবসিত হবে।

রাষ্ট্রকে এই যে শক্তিশালী পুরুষের আদলে দেখার যে ব্যাখ্যান মোদির নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে, সংবাদমাধ্যম তা কোনওরকম খতিয়ে দেখার চেষ্টা না করে সেটাকেই একতরফাভাবে প্রচার করে চলেছে। ফলে, এমন একটা ধারণা গড়ে উঠছে যেন রাষ্ট্র কেজন শক্তিশালী পুরুষ, এবং নাগরিকরা নারী ও শিশুর মতোই দুর্বল এবং পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাদের রক্ষার দায়িত্ব নেবে। এ ভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী এবং পিতৃতান্ত্রিক চরিত্র জনমানসে বৈধতা পেয়ে যায়। এমন একটা ধারণা জন্ম নেয় যেন একজন লৌহকঠিন নেতা বিদ্যমান, এবং তার ইচ্ছার কাছে নাগরিকরা অনুগত থাকবে। এর ফলে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র যখন ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলে, তখন সে দিকে কারও নজর পড়ে না।(৩০) রাষ্ট্র নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরে স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় বিতর্ক বা মণিপুরের হিংসাত্মক ঘটনাবলীকে চাপা দিতে সফল হয়। সংবাদমাধ্যম দেশের নিরাপত্তাকেন্দ্রিক আলোচনাতে এতটাই গুরুত্ব দিতে শুরু করে যে কাশ্মীর বা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের দাবিদাওয়া বা ইচ্ছা অনিচ্ছা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে আলোচনাটাই চাপা পড়ে যায়। বরং ওই বিষয়গুলি যখন সংবাদমাধ্যম সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করল, তখন তারা এমনভাবে প্রচার করল যেন ওসবই দেশবিরোধী চিন্তা এবং দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক।

সংবাদমাধ্যম যখন নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারণা প্রচারের মঞ্চ

নিরাপত্তার বিষয়টি আর নিছক দেশের নিরাপত্তার জন্য আশঙ্কার সম্ভাবনা হিসাবে দেখার মধ্যে সীমিত থাকল না। এখন থেকে নিরাপত্তার বিষয়টিকে দেশের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং সামরিক বাহিনী দিয়ে মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তার আতসকাচের মধ্য দিয়ে দেখাও শুরু হয়ে গেল।

- এখন নিরাপত্তার বিষয়টি এতটাই ব্যাপ্তি পেয়ে গেছে যে মানুষের নিরাপত্তা (তার মধ্যে রয়েছে খাদ্য, পরিবেশের পরিবর্তন, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি), আঞ্চলিক নিরাপত্তা, সংস্কৃতি সংক্রান্ত নিরাপত্তা এবং পরিচয়জ্ঞাপক নিরাপত্তা--সবই এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে।
সংবাদমাধ্যম এখন প্রচার এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে যে কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্র বিপদের ঝুঁকি দেখলেই তাকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিপদ বলে দাগিয়ে দিচ্ছে।(৩১)
- এই অবস্থায় ভারতের মতো দেশে, যেখানে হিন্দুধর্মই দেশের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় গোষ্ঠী, সংবাদমাধ্যম হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচার করতে পিছ-পা হচ্ছে না। বরং তারা ওই হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দলকে তাদের মনোগত কথা বেশি করে বলার মঞ্চ হিসাবে নিজেদের ব্যবহার হতে দিচ্ছে। ফলে, ”হিন্দুরা বিপন্ন”,(৩২) এবং২০৫০ সাল নাগাদ, বা তার আসপাশে ভারত একটা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে (৩৩) পরিণত হবে”, ”মুসলমানরা হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করে নেওয়ার জন্য ’লভ জিহাদ’ শুরু করেছে,(৩৪) আর এই সব মানুষকে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ দেখে চেনা যায়, এরা দেশের নিরাপত্তার জন্য বড় বিপদ।”৩৫--এই সব ভিত্তিহীন দাবি এখন সংবাদমাধ্যমের প্রচারে অনেকটা জায়গা দখল করে নিচ্ছে।

- এই সব ঘৃণার প্রচারকে টিভিতে এবং সংবাদপত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পরিসর সংবাদমাধ্যম দিয়ে চলেছে। তুলনায় এর বিপরীত মত ও তথ্য প্রায় দেওয়া হচ্ছে না বললেই চলে। এই একতরফা প্রচারের ফলে সংবাদমাধ্যম দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষমাত্রকেই সমাজের চোখে সন্দেহভাজন করে তুলতে সাহায্য করেছে।(৩৬) সংবাদমাধ্যম ভারতের মুসলমান নাগরিকদের এতটাই কলঙ্কিত করে দেখাচ্ছে যে তারা এখন বিপজ্জনক এবং ’অপর’। তারা ভারতীয় সমাজের পক্ষে এবং দেশের নিরাপত্তার জন্য

বিপজ্জনক হয়ে উঠছে বলে একটা ধারণা দানা বাঁধছে। (এখানে ভারতীয় সমাজ বলতে হিন্দু সমাজ বুঝতে হবে।)

তর্কের খাতিরে এটা বলা যেতে পারে যে সংবাদমাধ্যম এই নিরাপত্তার বিপদ নিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোর কাজটি অজ্ঞানতাবশতঃ করে চলেছে, এবং তার পরিণতি কী হতে পারে সে সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই ছিল না।

বাস্তবে কিন্তু সংবাদমাধ্যম কিছু সমস্যাকে দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বড় বিপদ বলে প্রচার করে চলেছিল। এই কাজ করতে গিয়ে তারা সমস্যাগুলিকে অযথা বড় করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়েছিল, সেই সঙ্গে ওই 'বিপদ'গুলিকে মোকাবিলার জন্য আশু হস্তক্ষেপ করার উপর জোর দিচ্ছিল। আসলে, এটা করতে সংবাদমাধ্যম দেশের নাগরিকদের ওই সব "নিরাপত্তাসংক্রান্ত সমস্যা" সম্পর্কে মানসিকভাবে তৈরি করছিল, যাতে তারা মনে করতে শুরু করে যে ওই সব সমস্যার সমাধান করতে কিছু অত্যাবশকীয় ব্যবস্থা নেওয়া সত্যিই জরুরি, এবং সেই ব্যবস্থা শুধু মাত্র নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরাই নিতে পারে। এ ভাবেই সংবাদমাধ্যম নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের হাত শক্ত করে দেয় এবং রাজনীতিক থেকে শুরু করে পুলিশ, সেনাবাহিনী, অভিবাসন দফতর এবং সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর হাতে সমস্যার 'সঠিক' সমাধানের দায়িত্ব অর্পণ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় দেশের নাগরিকদের মনকে 'নিরাপত্তার বিপদ' সম্পর্কে তৈরি করে সংবাদমাধ্যম এমন একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যেখানে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের তরফে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আর নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার নিলম্বিত করার দরকার হয় না।(৩৭) সংবাদমাধ্যম, বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলি, সংবাদ পরিবেশনের নাম করে যেভাবে বিষয়গুলি তুলে ধরে, তা জনমানসে ভয়ের ধারণা গড়ে ওঠা এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের জটিল প্রক্রিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবেই দেখা দরকার।

স্যাটেলাইট টিভি এবং ইন্টারনেট বাহিত সোশ্যাল মিডিয়ার বিপুল উত্থান এখন সংবাদ পরিবেশন ও সাধারণ মানুষের কাছে তাকে পৌঁছে দেওয়ার কাজকে নতুন নতুন দিশা দেখাচ্ছে। বিশেষ করে এটার গুরুত্ব বেড়ে যায় যখন নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হাজির হয়, বা রাষ্ট্র কোনও বিষয় বা সমস্যাকে নিরাপত্তাকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে দেখতে চায়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যখন মুম্বইয়ে ২৬/১১ সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়, তখন ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলি এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করছিল যে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত তাদের সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছিল।(৩৮) সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য ছিল, ওই সব দায়িত্বজ্ঞানহীন রিপোর্টিংয়ের জন্য সাধারণ

মানুষের নিরাপত্তা হানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। ওই সব সংবাদ পরিবেশনের আর একটা অভিমুখ ছিল কেন্দ্রের তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। সংবাদমাধ্যম তখন এমনভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে শুরু করে যা থেকে ক্রমশই দেশবাসীর মনে একটা ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করে যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যথেষ্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে ভারত অপারগ এবং কংগ্রেস সরকার দেশের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ।(৩৯) এই যে ধারণা দেশের মধ্যে ক্রমশ ছড়িয়ে দেওয়া হল, সেটাই পরে নরেন্দ্র মোদি সরকারের নিরাপত্তার ইস্যুতে তথাকথিত আক্রমণাত্মক হাবভাব তৈরি করার ভিত্তিভূমি বা প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেয়। উরি-তে(৪০) সেনাঘাঁটিতে সন্ত্রাসবাদী হামলার বদলা হিসাবে "সার্জিকাল স্ট্রাইক" এবং পুলওয়ামাতে(৪১) ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনীর জওয়ানদের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলার পাল্টা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বালাকোটে বোমাবর্ষণ তারই নিদর্শন।
আরও একটা বিষয়ের দিকে নজর ফেরানো যেতে পারে। কোভিড-১৯ এর সময় শহর থেকে গ্রামে পরিযায়ী শ্রমিকদের যে উল্টো যাত্রার ঢল নেমেছিল, তা সংবাদমাধ্যম টিভির পর্দায় ও সংবাদপত্রে দৃশ্যমান করে তোলায়, তার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্র বিষয়টিকে জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে অন্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে সক্রিয় হয়। সংবাদমাধ্যম, বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলি, পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের জায়গা (শহরাঞ্চল) ছেড়ে গ্রামে ঘরে ফেরার বিষয়টিকে এমনভাবে প্রচার করতে লাগল যেন এর জেরে সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে যাবে এবং জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হবে। এই যুক্তির অবতারণা ও সেই সঙ্গে টিভির পর্দায় কাতারে কাতারে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার জন্য পায়ে হেঁটে, ট্রেনে, বাসবোঝাই করে মরিয়া প্রয়াসের বিশৃঙ্খল দৃশ্য ক্রমাগত পরিবেশন সরকারের তরফে দেশজুড়ে 'লক ডাউন' করার রাস্তা তৈরি করে দেয়। সরকার যে লক ডাউন চালু করে কঠোর হাতে এই ঘরে ফেরার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেয়, তা জনস্বাস্থ্য নিয়ে তৈরি উদ্বেগ এবং জাতীয় নিরাপত্তার জটিল সমীকরণের কথাই বুঝিয়ে দেয়। (৪২)

- সঠিক ও দায়িত্বশীল রিপোর্টিংয়ের বদলে ঘটনার দৃশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে নাটকীয়ভাবে পরিবেশনের মাধ্যমে এবং সেই সব দৃশ্যকে তার প্রেক্ষিত না ব্যাখ্যা করে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে জনমানসে যে ধারণার জন্ম দেওয়া হয়, তা থেকে সবাই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় যে সেটি একটি বড় বিপদ (যেমন, পরিযায়ীদের ঘরে ফেরা) এবং তা দেশের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক। জম্মু ও কাশ্মীরের স্বায়ত্ত শাসনের প্রসঙ্গে এবং মণিপুরের জাতিদাঙ্গার ঘটনাবলী সম্পর্কে টিভি চ্যানেলে সঞ্চালক ও সংবাদ পরিবেশকরা যে ভাবে একপেশে ব্যাখ্যা ও মন্তব্য সহ সম্প্রচার চালিয়েছে, সেই সঙ্গে টিভিতে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা যে ভাবে

রাষ্ট্রের বেঁধে দেওয়া সুরে কথা বলে চলেছে, তা একদিকে যেমন মিথ্যা ও ভুল সংবাদ পরিবেশনের নজীর, অপরদিকে, হিংসা কমানোর বদলে বাড়িয়ে দিয়েছে। সব মিলিয়ে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা ও তার নৈতিক অবস্থান নিয়েই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

- শুধু যে প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যম (যেমন, সংবাদপত্র, রেডি, টিভি এবং ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যম)-ই নয়, দেশজুড়ে বিভিন্ন বিষয়কে নিরাপত্তা সংক্রয়ান্ত ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য জনমত গঠনের প্রক্রিয়ায় আরও কিছু শ্রেণীর মানুষের ভূমিকা রয়েছে। এদের মধ্যে শিক্ষাজগতের মানুষজন যেমন আছেন, তেমনই আছেন বিভিন্ন থিংক ট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গবেষকরা, অ-সরকারি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত লোকজন, এমনকি সমাজের অন্য কিছু অংশের মানুষেরাও। এদের সবার সম্মিলিত প্রচারের সুবাদেই রাষ্ট্র ও তার নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিভাগগুলির বিশেষজ্ঞরা এমন অনেক বিষয়েই বেলাগাম হস্তক্ষেপ করার অধিকার পেয়ে যায়, যা এমনিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিধির বাইরে থাকার কথা ছিল। (৪৩)

- তবে, গত দেড় দশক ধরে সংবাদমাধ্যম বিশেষ করে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচিতিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রচারকে এ দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য অনেকখানি পরিসর দিয়ে চলেছে। তাই ভারতের বুকে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি (৪৪) সামাজিক গণমাধ্যমে কিছু গোষ্ঠীর মানুষকে নিয়ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে দেখা যায়। তাদের ব্যাখ্যান অনুযায়ী মুসলমান (যেমন রোহিঙ্গিয়ারা) মাত্রই সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদী, এবং এরা দেশের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক।

মনে রাখতে হবে, নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুধুমাত্র ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জাতিভিত্তিক পরিচয়ের মধ্যেই সীমিত থাকে নি। খাদ্য ও পরিবেশের মতো বিষয়কেও নিরাপত্তার বেড়ার আওতায় টেনে আনা হয়েছে। এখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, সংবাদমাধ্যম কী ভাবে বিষয়গুলি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছে, কী ভাবে জনমত নির্মাণ করছে, এবং কী ভাবে রাষ্ট্র সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থার আলোকে বিষয়গুলির মোকাবিলা করছে।

যদি সংবাদমাধ্যম এমনটা প্রচার করে যে খাদ্যসঙ্কট সংক্রান্ত সমস্যাটি একান্তভাবেই সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর বিষয় (যেমন, কোভিড-১৯ অতিমারীর সময়ে ঘরে ফিরতে ব্যস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের হয়েছিল), তা হলে রাষ্ট্রের তরফে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে লঙ্গরখানা চালানো, হিন্দু মন্দির প্রাঙ্গণে বা শিখ গুরদোয়ারাতে পংক্তিভোজনকেই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান বলে মনে করা যেত।

এ ভাবেই কোভিড-১৯ অতিমারীর সময়ে ভারতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ৮০ কোটি মানুষকে (দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৬ শতাংশ) বিনামূল্যে খাদ্য দিতে দেখা গিয়েছিল। অতিমারীর পরেও তা চালু রাখা হয়েছে এবং ২০২৯ সাল পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

এই যে ক্ষুধার মতো গুরুতর ও মৌলিক সমস্যাকে নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হল, তার ফলে সমস্যাটির মূলে থাকা রাজনীতিটি চাপা পড়ে গেল। একই সঙ্গে ক্ষুধার্ত মানুষজন দয়া ও অনুগ্রহের প্রার্থীতে পরিণত হল। এর বিপরীতে, যদি ক্ষুধিত মানুষের অন্নাভাবকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চনা হিসাবে দেখা হত, তা হলে তাকে খাদ্যের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, এমনকি জীবনধারণের অধিকারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেত। তখন আর ক্ষুধিত মানুষজন দয়ার পাত্র হয়ে থাকত না। বরং, তখন তাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও জীবনধারণের অধিকারপ্রাপ্ত মানুষ হিসাবে প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হত।

মনে রাখা দরকার, এই প্রেক্ষিতেই খাদ্যের অধিকারকে আন্তর্জাতিক স্তরে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের চুক্তির অঙ্গীভূত করা হয়েছিল (The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), এবং ভারত ১৯৭৯ সালে সেই চুক্তিতে স্বাক্ষরও করেছে।৪৫

যদি সংবাদমাধ্যম ক্ষুধা ও ক্ষুধিতকে দেশের নিরাপত্তার সমস্যার সঙ্গে এক করে না দেখিয়ে তার বহুমাত্রিক দিকগুলির প্রতি আলোকপাত করত, তা হলে সম্ভবত সমাজও দারিদ্র্যের কারণের গভীরে গিয়ে তা মোচনের জন্য চেষ্টা শুরু করতে পারত। (৪৬) তখন দারিদ্র্য ও ক্ষুধার সমস্যার সমাধান দাতব্য লঙ্গরখানার মধ্যে না খুঁজে, বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের আর্থিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে খোঁজা শুরু হত।(৪৭)

এই দাতব্য লঙ্গরখানার মাধ্যমে ক্ষুধা দূর করার চেষ্টার সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে যায় একটাই পরীক্ষার সুবাদে-- যখন ভারতীয় রাষ্ট্র তার ৮০ কোটি নাগরিককে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ করবে, তখন দেশ থেকে ক্ষুধা ও খাদ্যের অনটন দূর হয়ে যাবে তো? (৪৮)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কোভিড-১৯ এর সময়ে জনস্বাস্থ্য কীভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তখন সরকারি 'বিশেষজ্ঞরা' গণতান্ত্রিক রীতিনীতিও অধিকারের তোয়াক্কা না করে সাধারণ মানুষের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নামিয়ে দিয়েছিল।(৪৯) ওই অতিমারিকে দেশের নিরাপত্তার পক্ষে মারাত্মক বিপদ বলে চিহ্নিত করে দেওয়ার ফলে সরকারে পক্ষে এমন কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার রাস্তা খুলে গিয়েছিল যা সাধারণ মানুষের জীবনে চরম নিয়ন্ত্রণ জারি করতে সাহায্য করে দেয়। ওই সব ব্যবস্থার জেরে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয় সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক স্তরে থাকা মানুষদের, বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের। লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক জীবিকা হারিয়ে নিজেদের কর্মস্থল থেকে নিজেদের গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

ওই সময় সরকারের এই সব দমনমূলক ব্যবস্থাকে মোটামুটিভাবে সমর্থন করেই সংবাদমাধ্যম তার দায়িত্ব সেরে ছিল। এমনকি সরকার যে গোটা অতিমারী পরিস্থিতিকে একটা বিশেষ ব্যতিক্রমী অবস্থা বলে অভিহিত করে দেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করছিল, সেটাকেও অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমই অনুমোদন করছিল। যে হাতে গোনা সংবাদমাধ্যম সরকারের অতিমারী মোকাবিলা করার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছিল এবং তার বিরুদ্ধ সমালোচনা করছিল, সরকার তাদের উপর শাস্তির খাঁড়া নামিয়ে আনতে দ্বিধা করেনি।

Rights and Risks Analysis Group এর করা এক সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে অতিমারীর সময় ২০২০ সালের ২৩ মার্চ থেকে ২০২০ সালের মে মাস পর্যন্ত লক ডাউন জারি করে সরকার জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা নিয়ে যে পদ্ধতিতে কাজ করছিল, তার সমালোচনা করায় অন্তত ৫৫ জন সাংবাদিকের উপর শাস্তির খাঁড়া নেমে এসেছিল।(৫০) এদের বেশিরভাগই বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত স্বনিযুক্ত সাংবাদিক। এদের বেশিরভাগই হয় গ্রেফতার হয় বা তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা বার করা হয়, তাদের কাউকে কাউকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়, অনেকেই শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয় অথবা, কারও কারও ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং নানাধরণের হুমকি দেওয়া শুরু হয়। এই সব রিপোর্টারদের বিরুদ্ধে 'মিথ্যা সংবাদ' পরিবেশনের অভিযোগ আনা হয়। সেই সঙ্গে আরও অভিযোগ করা হয় যে এরা নাকি সরকারি নির্দেশ অমান্য করছিল এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কাজ করে কোভিড-১৯ অতিমারীর রোগ সংক্রমণ বাড়াচ্ছিল। হিন্দি সংবাদপত্র জগতের অন্যতম বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠী 'দৈনিক

ভাস্কর' সরকারের কোভিড- ১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলার পদ্ধতি নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে রিপোর্ট করে সমালোচনা করছিল। তাদের প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে অক্সিজেনের অভাবে রোগীদের মৃত্যুর ঘটনা, হাসপাতালে কোভিড আক্রান্ত রোগীদের জন্য শয্যার অপ্রতুলতা, হাজার হাজার মৃতদেহ সৎকার না করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার খবর ছিল। ওই সংবাদপত্র গোষ্ঠীর অভিযোগ, ওই সব রিপোর্টের কারণেই আয়কর দফতরের শতাধিক ইনস্পেক্টর তাদের মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও দিল্লির ৩০টির বেশি অফিসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তল্লাশি চালাতে শুরু করে।(৫১) দৈনিক ভাস্করের ওই পরিণতি অন্য সংবাদমাধ্যমের মধ্যে যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, তা তাদের অতিমারী মোকাবিলায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকেন্দ্রিক ব্যবস্থাকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে বাধ্য করে।

পরিবেশের পরিবর্তন আর একটি সমস্যা, যা এখন সংবাদমাধ্যমের প্রচারের সুবাদে নিরাপত্তার বিষয় হয়ে উঠেছে।(৫২)

যদিও পরিবেশ পরিবর্তন দুই দেশের মধ্যে বড়মাপের সংঘর্ষের সূচনা করে, এরকম কোনও তথ্যপ্রমাণ এখনও পর্যন্ত অধরাই রয়ে গেছে।

তবে পরিবেশ যেহেতু জল, জমি, খাদ্য, শক্তি প্রভৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই পরিবেশ নিয়ে বিপদের আতঙ্ক সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে যে স্থানীয় বা আঞ্চলিক স্তরে পরিবেশের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে যায় এবং লোকজন নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হয়। সেই সঙ্গে শুরু হয় পরিযাণ বা দেশান্তরে যাত্রা। (৫৩)

যদি সংবাদমাধ্যম এই সব বিপর্যয়ের কারণে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়দের বিষয়টি সংবাদ বিশ্লেষণের সময় রাষ্ট্র, কর্পোরেট দুনিয়া, সমাজের এলিট শ্রেণীর লোকজন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের স্বার্থ থেকে আলাদা করে তুলে ধরতে না পারে, তা হলে তারা কার্যত ওই রাষ্ট্র ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পছন্দসই নিরাপত্তাকেন্দ্রিক নীতিকেই প্রচার করতে থাকবে। তার ফলে রাষ্টের অনুসৃত নিরাপত্তা নীতি সংক্রান্ত ব্যাখ্যানই স্বীকৃতি পেয়ে যাবে।

পরিবেশ দূষণ কমানো নিয়ে সরকারের দ্বিমুখী নীতি চালু থাকলেও সংবাদমাধ্যম তা কখনই বোঝার বা প্রশ্ন করার চেষ্টা করেনি। তার সুযোগে সরকারও একাধিক পরস্পরবিরোধী নীতি আঁকড়ে ধরে থাকছে। একদিকে সরকার দূষণ হ্রাস করতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ঔ৫৪ণ্ণ ব্যবহারের উপর জোর দেওয়ার কথা বলছে, অন্যদিকে, আরও বেশি বেশি করে কয়লা আমদানি করছে দেশের কয়লার ভাণ্ডার নিরাপদে মজুত রাখার দোহাই দিয়ে(মুখ্যত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি হিসাবে)।(৫৫) আরও বেশি বেশি করে কয়লা আমদানি করছে।(৫৬) দেখা যাচ্ছে, এই দুই ক্ষেত্রেই একই ধরণের স্বজনতোষী পুঁজিপতিরা (crony capitalists) কাজের বরাত পাচ্ছে। একইভাবে, সরকার বড় বড় শহরে ডিজেল ইঞ্জিন চালিত গাড়ি ১০ বছরের বেশি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেছে বাতাসে দূষণ কমানোর জন্য।(৫৭) কিন্তু একই গাড়ি বড় শহরের বাইরে মফস্বলে বা অন্যত্র চলার উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, বাতাসে দূষণ কমাতে এরকম কিছু জায়গায় নিষেধাজ্ঞা, আর কিছু জায়গায় ছাড় দেওয়া কার্যত অর্থহীন।

এটা স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার যে বর্তমান বিশ্লেষণটি সংবাদমাধ্যমের কাজকর্ম নিয়ে একটা রেখাচিত্র মাত্র। সংবাদমাধ্যম কীভাবে বিভিন্ন বিষয়কে নিরাপত্তার আওতায় নিয়ে আসার জন্য জনমত গঠনের কাজটা করে চলেছে, তারই একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। যদি সংবাদমাধ্যমের এই সব কাজকর্ম নিয়ে একটা আলাদা করে বিস্তারিত সমীক্ষা করা হয়, তা হলে দেখা যাবে যে সংবাদমাধ্যমের মধ্যে অনেক স্তরভেদ রয়েছে। যেমন, তথাকথিত জাতীয়স্তরের সংবাদমাধ্যম (এই তকমা ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলের জন্য) এবং আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমের (হিন্দি, বাংলা, তামিল প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের ভাষায় প্রচারিত) মধ্যে কাজের ও দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। আবার বড় বড় সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেল সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকদের কাজের সঙ্গে স্বনিযুক্ত সাংবাদিকদের (freelance journalist) কাজেরও অনেকটাই পার্থক্য ধরা পড়বে। মনে রাখা দরকার, কোভিড- ১৯ নিয়ে সরকারে কাজের সমালোচনা করে রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য যে সাংবাদিকদের সরকার শাস্তি দিয়েছিল, তাদের অধিকাংশই স্বনিযুক্ত সাংবাদিক। আরও লক্ষ্যণীয়, যে বড় সংবাদপত্র গোষ্ঠীকে সরকারের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল, সেটি একটি হিন্দিভাষী সংবাদপত্র, ইংরেজি সংবাদপত্র নয়।

একটাই আশার কথা, পাঠকদের মধ্যে একটা অংশ বরাবরই রয়েছে যারা পরিবেশিত সংবাদের মধ্যে কতটা দুধ, আর কতটা জল তা বুঝতে পেরে যায়। তাই বলে নিরাপত্তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের এই আগ্রহাতিশয্য সম্পর্কে জনসাধারণের জন্য সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করা যায় না।

সংবাদমাধ্যমের নিরাপত্তা

সংবাদমাধ্যমের নিরাপত্তার বিষয়টি যতটা সাংবাদিকদের দৈহিক নিরাপত্তার, তার চাইতে অনেক বেশি করে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয়।

সবচেয়ে বড় বিপদ ঘটে যখন সংবাদমাধ্যম 'দখল' (media capture) হয়ে যায়। সাধারণত এটা তখনই ঘটে যখন রাষ্ট্র (অর্থাৎ, সরকার) বা অন্য কোনও কায়েমী স্বার্থ কোনও সংবাদপত্র বা টিভি নিউজ চ্যানেলকে চাপ দিয়ে নিজেদের পক্ষে প্রচারে নামতে বাধ্য করে।(৫৮)

এই দখল হয়ে যাওয়া সংবাদমাধ্যম তাদেরই বলে, যারা রাষ্ট্রের মতাদর্শ এবং বিজ্ঞাপনের ইন্ধনে প্রভাবিত হয়ে রাষ্ট্রের অভীষ্ট পূরণের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করে চলে। বিজ্ঞাপনের মদতপুষ্ট এই দখলকৃত সংবাদমাধ্যমকে সরকার, কর্পোরেট দুনিয়া এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, এমনকি রাজনৈতিক দলগুলির হয়ে প্রায় সর্বত্র দৃশ্যমান হতে দেখা যায়। (৫৯)
ভারতে এই সংবাদমাধ্যম দখল করার ব্যাপারটা উপরিল্লিখিত পথগুলির সব কয়টি দিয়েই হয়ে থাকে। তবে ২০১৪ সালের পর থেকেই সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল দখলের ব্যাপারটা বেশি বেশি করে ঘটতে দেখা যাচ্ছে। সংবাদমাধ্যমের মধ্যে যারা ক্ষমতার কাছে নতিস্বীকার করতে চাইছিল না, তাদের তার ফল ভোগ করতে হয়। একদিকে তাদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য সরকারি দফতরে প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়, অন্যদিকে, আয়ের প্রধান উৎস বিজ্ঞাপনও বন্ধ হয়। যে হেতু রাষ্ট্র এখনও অন্যতম প্রধান বিজ্ঞাপনদাতা, তাই সেটা বন্ধ করে সংবাদমাধ্যমকে পেটে মারার ব্যবস্থা করা যায়। তবে সবচেয়ে বেশি যা করে বেয়াড়া সংবাদমাধ্যমকে বাগে আনা হয়, তা হল তাদের বিরুদ্ধে আয়কর, এনফোর্সমেন্ট বিভাগ বা সি বি আই-কে লেলিয়ে দেওয়া।

কর্পোরেট দুনিয়াও সংবাদমাধ্যম 'দখল' এর কাজে পিছিয়ে নেই। বিজ্ঞাপন যেমন এ ব্যাপারে শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে কাজ করে(৬০), তেমনই সরাসরি সংবাদমাধ্যমকে কিনে নেওয়ার নজিরও রয়েছে।(৬১) ভারতে যে হেতু একই সঙ্গে টিভি নিউজ চ্যানেল এবং সংবাদপত্রের (৬৩ মালিকানা কেনার ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই, তাই সেটা সহজেই করা হয়।(৬৪)

কর্পোরেট দুনিয়া এ ভাবে সংবাদজগতের আসরে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে তাদের হাতে সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশের মালিকানা জড়ো হতে শুরু করেছে। একটু চোখ মেললেই

দেখা যায় যে নির্মাণ শিল্পের ব্যবসায়ীরা, অন্য ব্যবসায়ীরা, শিল্পপতিরা, এবং রাজনৈতিক নেতারা ও রাজনৈতিক দলগুলিও এখন ব্যাপকহারে সংবাদশিল্পে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসছে। এটা তারা করছে প্রধানত নিজেদের অন্য ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এবং বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মনোমতভাবে জনমতকে প্রভাবিত করতে।
এই দখল প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিপদের ঝুঁকিটা প্রচলিত সংবাদপত্র বা রেডিও ও টিভি নিউজ চ্যানেলের যতটা, হালের ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে ততটা নয়।(৬৫)

সাধারণত ভারতে প্রচলিত সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল ও রেডিও-র মালিকানা দখলের জন্য সেই শিল্পপতিরা এগিয়ে আসতে পারে, যাদের দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে অন্তরঙ্গ বোঝাপড়া রয়েছে। যেমন, আম্বানি বা আদানি গোষ্ঠী। এর ফলে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার হাল কী হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম

এর বিপরীতে, ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম কিন্তু তার প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যের কারণেই সহজেই রাষ্ট্র বা ক্ষমতার সমালোচনা ও বিরোধিতা করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। যে হেতু চিরায়ত সংবাদপত্র বা টিভি শিল্পের মতো তাকে ব্যবসায়ে বড় পুঁজি লগ্নি করতে হয় না, তাই এই সংবাদমাধ্যম সহজেই বড় পুঁজি বা রাজনৈতিক শক্তির দখল প্রচেষ্টা এড়িয়ে সক্রিয় থাতে পারে। তবে এই ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমে যতটুকুই লগ্নি করা হোক না কেন, তা থেকে মুনাফা কবে ঘরে ফিরবে, সে প্রশ্ন এখনও স্পষ্ট নয়। তবু এই অবস্থাতেও তাকে দখল বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সে জন্য ফেসবুক, গুগল, ইনস্টাগ্রাম প্রভৃতি মধ্যস্থতাকারীরা সক্রিয়। তারা যেমন বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, তেমনই নিয়ন্ত্রণের ফাঁসও আটোসাঁটো করে চলেছে।

সংবাদমাধ্যম 'দখল' করে কী করা হয়?

একবার কোনও সংবাদপত্র বা টিভি সংস্থা এইভাবে দখল হয়ে গেলে তখন সংবাদের চরিত্রে গুণগত পরিবর্তন আসে। তখন সংবাদ তার তথ্যনিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলে এবং দখলকারী শিল্পবাণিজ্য সংস্থা বা রাজনৈতিক কায়েমি স্বার্থের দিকে তাকিয়ে 'সংবাদ' নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে, সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে ওইসব কায়েমিস্বার্থজনিত সংবাদ থেকে নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য বেছে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এমনিতেই আমাদের সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের তথ্য পাওয়ার সুযোগের মধ্যে অনেকটাই ভারসাম্যের অভাব রয়েছে। (৬৬)

সংবাদমাধ্যম এই ভাবে কায়েমি স্বার্থের কাছে বিকিয়ে গেলে সমাজে তথ্যবৈষম্য আরও বেড়ে যেতে বাধ্য। একই সঙ্গে এর ফলে আরও একটা জিনিস ঘটে চলেছে। এতদিন সংবাদমাধ্যমে (বিশেষ করে সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় বিভাগ ও বিজ্ঞাপন বিভাগের মধ্যে একটা অদৃশ্য কিন্তু নিশ্ছিদ্র দেওয়াল (fire wall) কাজ করত। ফলে, বিজ্ঞাপনদাতারা সহজে সম্পাদকীয় বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারত না। এখন আর সেই দেওয়াল থাকল না। বিজ্ঞাপনদাতার অঙ্গুলিহেলনে সংবাদও তার নিরপেক্ষতা হারিয়ে কায়েমি স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত হল।

এইভাবে সংবাদমাধ্যম কায়েমি স্বার্থের কাছে বিকিয়ে যাওয়ার পরে আর সমাজের নিচুতলার প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষগুলির সমস্যার কথা আর সংবাদের উপজীব্য রইল না। সমাজে সেই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের পরিসরও সঙ্কুচিত হতে থাকল। ফলতঃ, একদিকে সমাজের এই দুর্বল শ্রেণীর মানুষজনকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে বেশি বেশি করে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হতে থাকল, অন্যদিকে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা ক্রমশই সমাজের ক্ষুদ্র অংশ অভিজাত রাজনৈতিক মহলের হাতে জড়ো হতে লাগল।

সংবাদমাধ্যম 'দখল' করার এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রুখতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ করা দরকার। (যদিও, বর্তমান লেখায় ওই প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত চর্চা করার সুযোগ নেই।) তবুও, এটা বলাই যেতে পারে যে একই মালিকের হাতে সব ধরণের সংবাদমাধ্যম (সংবাদপত্র,রেডিও, টিভি চ্যানেল, ডিজিটাল মিডিয়া) থাকা (অর্থাৎ, cross media ownership) বন্ধ করতে নিয়ম তৈরি করা দরকার। শুধুই বিজ্ঞাপনের আয়ের উপর যাতে সংবাদশিল্প নির্ভরশীল না থাকে, সে জন্য আয়ের অন্যান্য উৎস খুঁজে বার করতে হবে। সংবাদশিল্পে যাতে মুষ্টিমেয় কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠী মৌরসীপাট্টা ও আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে সে জন্য প্রতিযোগিতাকেন্দ্রিক আইন (competition laws) প্রণয়ণ করা যেতে পারে। যে সব সংবাদসংস্থা জনস্বার্থসংক্রান্ত সংবাদ প্রচারে জোর দেবে, তাদের রাষ্ট্রের তরফে কিছু

উৎসাহব্যাঞ্জক অর্থ ভরতুকি হিসাবে দেওয়া শুরু করা যেতে পারে। তবে, খেয়াল রাখতে হবে এবং এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সরকার তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে ”শতহস্তেন দূরে” থাকতে বাধ্য থাকে।(৬৭)

এবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে সমাজে চলতে থাকা নিরন্তর বিতর্কের উপর সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যম (মুখ্যত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ভিত্তিক) কী ধরণের প্রভাব ফেলে থাকে, এবং সাধারণ মানুষ সেটা কী দৃষ্টিতে দেখে, তা নিয়ে দু-চার কথা। এই সামাজিক গণমাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ যে সব কথাবার্তা চালায়, যে সব মতবিনিময় করে, রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী কিন্তু তার উপর নিয়ত নজরদারি চালানোর সুযোগ পেয়ে যায়।(৬৮) এই অস্ত্র হাতে পেয়ে যাওয়ার সুবাদে সরকার, যেমন যারাই সরকারের কাজকর্মের সমালোচনার সঙ্গেই বিকল্প পথের কথা বলে, সেই বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে সক্ষম হয়, তেমনই ওই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেই সাধারণ মানুষকে কল্পিত তথ্য ও বয়ানের মোড়কে মিথ্যা সংবাদ গিলতে প্রলুব্ধ করাটাও স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে যায়।

দেখাই যাচ্ছে, এই সামাজিক সংবাদমাধ্যম দিয়ে সহজেই ধারাবাহিকভাবে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে সাধারণ মানুষের নিজস্ব, অথচ তথ্য ও যুক্তিনির্ভর রাজনৈতিক ধারণা তৈরি করার ক্ষমতাকেই দূর্বল করে দেওয়া সম্ভব, এবং সেটা করা হয়ে থাকে।

এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংবাদমাধ্যমকে দখল করে এবং সামাজিক সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে ক্ষমতায় আধিপত্য বজায় রাখতে আগ্রহী শক্তি বা কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহলের মুখ চেয়ে সংবাদমাধ্যম এমনভাবে সংবাদ তৈরি ও পরিবেশন করে যাতে সাধারণ মানুষের উপযোগী অনেক বিষয়ই (যেমন, খাদ্য, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ইত্যাদি) দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার জন্য সাধারণ মানুষের মনকে তৈরি করা যায়। তখন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জরুরি সমস্যার সমাধানের দায়িত্বও ওই সব নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের হাতে চলে যায়।

উপসংহার

সংবাদমাধ্যম যদি এ ভাবে বিনা প্রশ্নে রাষ্ট্রের যে কোনও বিষয়কে নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় উদ্যোগকে সমর্থন করে চলে, তা হলে একটা সময় আসবে যখন সাধারণ মানুষ সংবাদমাধ্যমের উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলবে। সেই সঙ্গে সমাজের নিম্নবর্গের দরিদ্র মানুষজনকে আরও প্রান্তিক অবস্থায় ঠেলে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। সব মিলিয়ে সমাজে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে উত্তেজনা বাড়বে। গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে যে একটা অনৈতিকতা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় রয়েছে তা স্পষ্ট। তা ছাড়া, যে ভাবে একপেশে নীতি প্রণয়ণ করে সরকার বিরুদ্ধমতের কণ্ঠ রোধ করে, সংবাদমাধ্যম সে ব্যাপারে উদাসীন থেকে নিরপেক্ষ রিপোর্টিং করার কাজ থেকে সরে আসে।(৬৬)

- রাষ্ট্রের তরফে যে সব বিষয়কে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থার অধীনে আনতে চাওয়া হয়, তা বিনা পরীক্ষায় সমর্থন না করে সংবাদমাধ্যমের জগতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সব দিক খতিয়ে দেখে যাচাই করে তারপর অবস্থান নেওয়া দরকার। এটা অবশ্যই যথেষ্ট জটিল ও বহুস্তরীয় প্রক্রিয়া।

- বিগত কয়েক দশক ধরে সংবাদজগতের অভ্যন্তরে সাংবাদিকদের দক্ষতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। আগে নিউজরুমে খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, বিপর্যয় মোকাবিলার ব্যবস্থা, পরিবেশরে পরিবর্তন, নানাবিধ কারণে নিজের ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হওয়ার ঘটনা (forced migration) প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ পেতে সমস্যা হত না। এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই। এখন বিশেষজ্ঞদের পেতে হলে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির দ্বারস্থ হতে হয়। কাজেই, বিভিন্ন বিষয়ে সেই সব বিশেষজ্ঞদের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হলে সংবাদ মাধ্যমকে আগ্রহী হতে হবে ও যত্ন নিতে হবে।

- এই কাজটা বাস্তবায়িত করার কেটা উপায় হল সেই সমস্ত মানুষদের যোগাযোগ করে তাঁদের নিয়ে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি রাখা, যাতে তাঁরা নিয়মিত সংবাদসংস্থার কাজে বিশেষজ্ঞ হিসাবে টিভিতে সাক্ষাৎকার দিতে পারেন, সংবাদপত্রে লিখতে পারেন, টিভি-র আলোচনায় অংশ নিয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরামর্শ দিতে পারেন।

- এই নেটওয়ার্ক তৈরি করা জরুরি, কারণ, একমাত্র এ ভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এনে ফেলা যাবে। এঁদের সাহায্য নিয়ে সংবাদ ও তথ্যকে ঠিকমতো বিশ্লেষণ করে সাজিয়ে পরিবেশন করতে পারলেই সাধারণ মানুষের জন্য জরুরি বিষয়গুলি নিয়ে জনপরিসরে আলোচনা, বিতর্ক সৃষ্টি করা সম্ভব।

এইভাবে কাজ করা হলে সংবাদমাধ্যম সমাজের বিভিন্ন অংশের এবং নীতিপ্রণয়ণকারীদের কাছে তথ্য ও বিশ্লেষণের সুবাদে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। সমাজও তার বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার জটিল সমীকরণকে বুঝতে শিখবে। গণতান্ত্রিক আবহে আলাপ-আলোচনা-বিতর্কের মধ্য দিয়ে সমস্যাগুলির সমাধানও খুঁজে পাওয়া যাবে।

- যে কোনও সমস্যাকে বিচারবিবেচনা ছাড়াই নিরাপত্তার বিষয় বলে চিহ্নিত করার যে প্রবণতা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ও অন্যান্য ক্ষমতাশালীদের মধ্যে দেখা যায়, তাতে তারা ওই সব সমস্যাকে নিরাপত্তার আঙ্গিনায় টেনে এনে সমাধানের পথও বাতলে দেয়। সংবাদমাধ্যম যদি তথ্য, যুক্তি এবং নিজস্ব নেটওয়ার্ক থেকে নেওয়া বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ একত্র করে সমস্যাগুলির বহুমাত্রিক দিকগুলির কথা তুলে ধরতে পারে, তাহলে রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সব বিষয়কে দেশের নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখার চেষ্টাকে রুখে দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

- এই নেটওয়ার্ক ছোট, বড়--নানা আকার নিতে পারে। এই নেটওয়ার্কগুলি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এবং সংবাদমাধ্যমের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করতে পারে। একই সঙ্গে এই সব নেটওয়ার্কের সাহায্যে সংবাদমাধ্যমও সেই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য ও বিশ্লেষণ দিয়ে সমাজের মধ্যে বিতর্ক ও আলোচনা সৃষ্টি করার কাজে-মূল্যবান অবদান রাখতে পারবে, রাষ্ট্র যা নিরাপত্তার আঙ্গিনায় নিয়ে যেতে সচেষ্ট।

- এই নেটওয়ার্কের সহায়তা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের কাজটিও ভালভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়। বিশেষ করে রিপোর্টারদের খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ বিপন্নতা ও তার জেরে উদ্ভুত সমস্যাবলী প্রভৃতি বিষয়ে প্রকৃত তথ্য ও বিশ্লেষণ দিয়ে প্রস্তুত করার কাজটা করা যায়। এর ফলে, সাংবাদিকরা আরও বেশি বেশি করে বিভিন্ন বিষয়ে অর্থবহ প্রশ্ন করতে

পারবে। বিশেষ করে তারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকেন্দ্রিক অবস্থানের যৌক্তিতা নিয়েও প্রশ্ন করতে পারবে, ”ওটা নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার” বলে হাল ছেড়ে দেবে না।

- সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সাংবাকিদের নিরাপত্তার প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ। সাংবদিকদের দৈহিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে জাতীয় স্তরে নীতি পরিবর্তনের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। সেই সঙ্গে সেই সব আইনেরও বিরোধিতা করতে হবে যেগুলি সাংবাদিকদের কাজে লাগাম পরাতে চায় এবং দেশজুড়ে সংবাদমাধ্যমকে একটাই সুরে বেঁধে রাখতে চায়।

লেখক --ভারত ভূষণ, ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ-এর সদস্য। তা ছাড়া
তিনি 360info প্রতিষ্ঠানের South Asia বিভাগের সম্পাদক। ভারত ভূষণ একজন প্রবীন সাংবাদিক, তিনি অতীতে রাজ্যসভা টিভি-র পররাষ্ট্র বিষয়ে আলোচনার সঞ্চালক ছিলেন। তিনি Catch News এর সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। The Times of India-র সহকারী সম্পাদকও ছিলেন।

এ ছাড়া তিনি Mail Today-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। The Hindustan Times-এর কার্যনিবাহী সম্পাদক ছিলেন, The Telegraph পত্রিকার দিল্লির সম্পাদকও হন, Express News Service -এর সম্পাদক ছিলেন। এ ছাড়া ২০২৪ সালে CRG -র গবেষণা প্রকল্প "Justice, Security and Vulnerable Population of South Asia"-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমান নিবন্ধটি ওই গবেষণা প্রকল্পেরই অংশ।

---

[1] Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de ilde, Security. A New Framework for Analysis, Boulder/London, Lynne Reinner, 1998, p. 24, 26, quoted by Tagliapietra, op.cit.

[2] Thierry Balzacq, Sarah Leonard, Lynne Reinner and Jan Ruzicka, 'Securitisation' revisited: theory and cases, International Relations, Volume 30, Issue 4

[3] Clara Eríoukhmanoff, Securitisation Theory: An Introduction, January 14, 2018.

https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction.com/

[4] Ibid

[5] Alberto Tagliapetro, op. cit.s

[6] Illegal Migration from Bangladesh: Deportation, Border Fences and Work Permits, IDSA Monograph Series No. 56, December 2016

[7] The Hindu, Bangladesh migrants are like termites: Amit Shah, September 22, 2018, https://www.thehindu.com/news/national/bangladeshi-migrants- are-like-termites-amit -shah/article25017064.ece. And, The Wire, In Bengal, Amit Shah Once Again Brings up 'infiltration-from-bangladesh', 24 October http://thewire.in/communalism/eyes-on-2026-west bengal-elections-amit-shah-once-again-talks-of-infiltration-from-bangladesh

[8]The Hindu, Rohingya a threat to security, says BJP, August 18,2022 http://www.thehindu.com/news/national/mha-in-the-right-on-rohingya-resettlement-plan-says-bjp-after-kerfuffle/article65779640.ece

[9] Editors' Guild of India: Report of the fact-finding missionon media's reportage of the ethnic violencein Manipur, September 2, 2023. https:// editorsguild.in/wp-content/uploads/2023/09/EGI-report-on-Manipur.pdf

[10] National Register of Citizens, Government of Assam, https://www.nrcassam.nic.in/wha_nrc.html

[11] The New Indian Express, CRPF battalions to replace units of Assam Rifles in violence-hit Manipur. September 10, 2024. https://shorturl.at/CrGou

[12] The Hindu, Assam Rifles files sedition case against Imphal civil society, July 22, 2023. https://www.thehindu.com/news/national/assam-rifles-registers-case-against-influential-civil-society-group-in-imphal/article67106762.ece

[13] Clara Eroukhmanff, op.cit.

[14] PM Modi calls himself pujari of Maav++ Bharati, moneycontrol.com, https://www.facebook.com/watch/?=1105095720684999

[15] Sagnik Dutta and Tahir Abbas, Protesting the people: populism and masculine security in India and Hungary, Journal of political ideologies. https://doi.org/10.1080/13569317.2024.2337181

[16] Sanjay Srivastava, Modi Masculinity: Media, Manhood and "Traditions" in a Time of Consumerism, Television & New Media. https://doi.org/10.1080/13569317.2024.2337181

[17] Ibid

India's surgical strike in Kashmir: Truth or illusion? bbc.com 23 October 2016

https://www.bbc.com/news/world-asia- india-37702790

[18] India's surgical strike in Kashmir: Truth or illusion? bbc.com 23 October 2016

https://www.bbc.com/news/world-asia- india-37702790

[19] We don't dossiers on terror; we kill terrorists by entering their homes, The Hindu, April 30, 2024, https://www.thehindu.com/elections/lok-sabha/we-dont-send-dossiers-on terror-we-kill-terrorists-by-entering-their-homes-pm-modi/article68124858.ece

[20] Sagnik Dutta and Tahir Abbas, op.cit.

[21] Ibid

[22] Ibid

[23] After PM poser, Modi talks of 'Mother India', Indian Express, April 5, 2013.

https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/after-pm-poser-modi-talks-of-mother-india/

[24] Five times PM Modi emphasised on duties,Apoorva Mandhani. The Print, 09 September, 2022. https://theprint.in/india/five-times-pm-modi-emphasised-on-duties/1122965/

[25] Parikhsa Pe Charcha: Everybody' rights embedded in duties, PM Modi to students, Sukrita Barua, The Indian Express, January 21, 2020. https://indianexpress.com/article/education/parikhsa-pe-charcha-everybodys-rights-embedded-in-duties-pm-modi-to=students-6226926/

[26] Fundamental Duties that PM Modi invokes were introduced by Indira Gandhi during Emergency, Apoorva Mandhani, The Post, 27 December, 2019. https://theprint.in/india/fundamental-duties-that-pm-modi-invokes-were-introduced-by-indira-gandhi-during-emergency/341221/

[27] Ibid

[28] RSS praises Indira Gandhi for tough stand against terror, NDTV, April 07, 2012. https://www.ndtv.com/india-news/rss-praises-indira-gandhi-for-tough-stand-against-terror-475530

[29] Sudarshan slams Nehru, praises Indira, Business Standard, Feb.06, 2013. https://www.business-standard.com/article/economy-policy/sudarshan-slams-nehru-praises-indira-105062001055_1.html

[30] Sagnik Dutta and Tahir Abbas, op.cit.

[31] Clara Eroukhmanoff, op.cit.

[32] See, for example, Pooja George and Vedika Inamdar, Mainstream News Media and Majoritarian Violence in India, The Polis Project, December 9 and 2021, and The Washington Post, Inside the vast digital campaign by Hindu nationalists to inflame India, September 26, 2023

https://www.washingtonpost.com/world/2023/09/26hindu-nationalists-social -media-hate-campaign/

[33] NewsClick, "No, India will not become Muslim Rashtra" October 30, 2021. https://www.newsclick.in/No-India-Will-not-Become-Muslim-Rashtra

[34] Andrea Malji and Syed Tahseen Raza, The Securitisation of Love Jihad, Religions 2021, 12(12), 1074. https://doi.org/10.3390/re112121074

[35] The Economic Times. Those indulging in arson 'can be identified by their clothes': Narendra Modi on anti-CAA protest, December 15, 2019. https://shorturtl.atsbru1

[36] M. Mahibul Haque and Abdullah Khan, Mapping Islamophobia: The Indian Media Environment, Islamophobia Studies Journal 2023, Vol. 8(1):83-99. https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.13169/islastudj.8.1.0083

[37] Clara Eroukhmanoff, *op.cit*

[38] Reckless TV coverage of 26/11 operation put national security in jeopardy:Supreme Court, The Times of India, August 30, 2012. https://timesofindia.indiatimes.com/india/Reckless-TV-coverage-of-26/11-operation-put-national-security-in-jeopardy-Supreme-Court.articleshow/15969434.cmc

[39] Biryani was served to Kasab after 26/11 Mumbai attacks: JP Nadda slams Congress, India Today, Nov. 16, 2024.

https://www.indiatoday.in/elections/assembly/story/lp-nadda-slams-Congress-ajmal-kasab-biryani-mumbai-attacks-maharashtra-elections-26.34172-2024.11-15 and UPA government did not take steps that had to be taken after 26/11 terror strike:Nirmala Sitharaman, The New Indian Express, March 14, 2019. https://www.newindiaexpress.com/nation/2019/Mar/14/upa-government-did-not-take-steps-that-had-to-be-taken-after-26/11-terror-strike-nirmala-sitharaman-1951047.html

[40] Uri, Surgical Strikes and International Reactions, Manohar Parikar Institute of Defence Studies and Analyses. http://idsa.demos1-03.resolutions.in/publisher/uri-surgical-strikes-and-international-reactions/

[41] Balakot, Indian air strikes target militants in Pakistan, bbc.com, February 26, 2019. http://www.bbc.com/news/world-asia-47366718

[42] S. Irudaya Rajan, P. Sivakumar, Aditya Srinivasan, The COVID-19 Pandemic and internal labour migration in India: A 'Crisis of Mobility', The Indian Journal of Labour Economics (2020) 63: 1021-1039. https://doi.org/10.1007/s41027-020-00293-8

[43] Clara Eroukhamanoff, op.cit.

[44] Fuelled by Social Media, Calls for Violence Against Muslims Reach Fever Pitch inIndia, People vs. Big tech, February 22, 2022. https://peoplevsbig.tech/fueled -by-social-media-clls-for-violence-against-muslims-reach-fever-pitch-in-india/

[45] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted December 16, 1966 by General Assembly resolution 2200A (XXI). https://www.ohchr/org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights. And, Ratification of International Human Rights Treaties—India. https://hrlibrary.umn.edu/research/ratification-india.html

[46] heapro/daad188 Kerins, Sinead Furey, Paraic Kerrigan, Aodheen McCartan, Colette Kelly, Elena Vaughn, News Media framing food poverty and insecurity in high-income countries: a rapid review, Health Promotion International, Volume 38, Issue 6, December 2023, daad188. https://doi.org/10.1093/daad188

[47] ibid

[48] Free Foodgrains for 81.35 crore beneficiaries for five years: Cabinet Decision, Press Information Bureau, Government of India, November 29, 2023. http://pib.gov.in/PressRelease1framePage.aspx?PRID=1980689

[49] Rahul Mukherji, Covid vs. Democracy: India's Illiberal Remedy, Journal of Democracy, Volume 31, Number 4, October 2020, pp.91-105. https://www.uni-heidelberg.de/md/sai/pol/jod_rm_covid.pdf

[50] India: Media's CrackdownDuring COVID-19 Lockdown, Rights and Risks Analysis Group, June 15, 2020. https://www.rightsrisks.org/banner/india-medias-crackdown-during-covid-19-lockdown-2/

[51] Tax raids target Indian paper that criticised government over Covid. The Guardian, July 22, 2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jul/23/tax-raids-target-indian-paper-criticised-government-covid-dainik-bhaskar.

[52] Mike S. Schafer, Jurgen Scheffran and Logan Penniket, Securitization of mediareporting on climate change? A cross-national analysis in nine countries, Security Dialogue, Vol.47, No. 1 (February 2016), pp.76-96. https://www.jstor.org/stable/26293586

[53] Ibid

[54] "Clean energy need of hour": PM Modi applauds India's powering progress, ANI, October 21, 2024.

https://www.aninews.in/news/national/general-news/clean-energy-need-of-hour-pm-modi-applauds-indias-powering-progress20241021183509/

[55] Business Standard, India extends operation of imported coal-basedpower plants: Circular, October 16, 2024. https://www.businessstandard.com/industry/news/india-extends-operation-of-imported-coal-based-power-plants-circular-124101600515_1.html

[56] Adani Green Energy becomes India's first to surpass 10,000 MW renewable energy. https://www.adanigreenenergy.com/newsroom/media-releases/adani-green-energy-becomes-indias-first-to-surpass-10000-mw-renewable-energy. And Colossal three-fold expansion of coal power at Karwal proposed by Adani. Adani Watch. https://adaniwatch.org/coal_imports_surge_adani_bullish_about_coal_in_india

[57] The Economic Times, Delhi resumes crackdown on 10 year-old diesel, 15-year-old petrol vehicles, Oct. 12, 2024. https://shorturd.at/uqCUt. And, Indian Express, What a total ban on diesel vehicles could

mean in India, May 11, 2023. https://indianexpress.com/article/explained/explained-economics/total-ban-on-diesel-vehicles-india-impact-explained-8599373/

[58] Anya Shiffrin (ed), Democracy, Centre for International Media Assistance. https://www.cima.ned.org/resources/service-power-media-capture-threat.

[59] Mireya Marquez Ramirez, "Media Capture: The Conceptual Challenges for Studying Journalism in Transitional Journalism in Transitional Democracy" in the Routledge Companion to Journalism edited by Bruce Mutsvairo, Saba Belawi and Eddy Borges-Rey, 2024.

https://www.academia.edu/113705311/Media_Capture_The_Conceptual_Challenges_for_Studying_Journalism-in_Transitional_Democracy.

[60] Raju Narisetti, How Advertising Fuels Media Capture in India, Global Investigative Network. https://gijn.org/stories/how-advertising-fuels-media-capture-in-india/

[61] R. Srinivasan, The Corporate takeover of India's media, Down to Earth, May 6, 2024. https://downtoearth.org.in/governance/the-corporate-takeover-of-india-s-media-95981

[62] Manisha Pande, What is cross-media ownership? And do we need to regulate it? News Laudry, July 31, 2014. https://www.newslaundry.com/2014/07/21/medias-cross-crossing-interests.

[63] Anya Shiffrin, op.cit.

[64] Ibid

[65] Costica Dumbrava, Key social media risks to democracy. Risks from surveillnce, personalisation, disinformation, moderation and microtargeting. European Parliamentary Research Service, December 2021. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/698845/EPRS_IDA(2021)698845_EN.pdf

[66] Role of Indian media in national security, Ipleaders, August 30, 2022.

https://blog.ipleaders.in/role-of-indian-media-in-national-security-strategy/?form=MG0AV3

and also, Akhilesh Dwivedi,Ayushi Tiwari, Media Representations of Security Threats in India: A Critical Analysis, International Journal of Creative Thoughts, Volume 11, Issue 8, August 2023.

https://ijcrt.org/papers/IJCRT2308683.pdf?form=MG0AV3

[67] Costica Dumbrava, Key social media risks to democracy: Risks from surveillance personalisation, disinformation, moderation and microtargeting, European Parliamentary Research Service, December 2021 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN.2021/698845/EPRS.IDA(2021)698845_EN.pdf

[68' Role of Indian media in national security, Ipleaders, August 30, 2022. Role of Indian media in national security strategy - iPleaders

and also, Akhilesh Dwivedi, Ayushi Tiwari, Media Representationsof Security Threats in India: A Critical Analysis, International Journal of Creative Research Thoughts, Volume 11, Issue 8, August 2023. https://ijcrt.org/papers/IJCRT2308683.pdf?form=MG0AV3